স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

নির্দেশনায়
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার (উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন), বিআরটিসি

সম্পাদনা কমিটি
১. জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন (উপসচিব), জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব), বিআরটিসি
২. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (উপসচিব), সচিব, বিআরটিসি
৩. জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার রানা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিআরটিসি
৪. জনাব মাহমুদ আহমাদ মারুফ, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, বিআরটিসি

প্রচ্ছদ
জনাব মাহমুদ আহমাদ মারুফ, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, বিআরটিসি

স্বত্ব
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ই-মেইল:
chairman@brtc.gov.bd

ওয়েবসাইট:
www.brtc.gov.bd

বিআরটিসি ফেইসবুক:
https://www.facebook.com/profile.php?id=10070860555760

বিআরটিসি ভবন
২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাণী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মানউন্নয়ন-এ মূলমন্ত্র নিয়ে গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে এ প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে "বিআরটিসি সমাচার" প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রথম বারের মত বিআরটিসি'র ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আলোচিত ও প্রসংশিত হয়েছে। বিআরটিসি'র বাসসমূহ তীক্ষ্ম নজরদারির আওতায় থাকায় গত ০১ বছরে বাস বহরে প্রায় ২০০টি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনরুট করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, কার্যকারিতা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিসি'র অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিপিএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন পাওনা যথাসময়ে অনলাইন ব্যাংকিং-এ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা হয়েছে। গত ০১ বছরে নিজস্ব আয় হতে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিপিএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন পাওনা বাবদ প্রায় ১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। যানবাহনের অপারেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ই-টিকেটিং, ডিজিটাল ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট, ভিটিএস ইত্যাদি প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

পরিশেষে "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সর্বান্ত করণে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)

কর্ণেল মোঃ জাহিদ হোসেন
পরিচালক (কারিগরি)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

পরিচালক কারিগরির বক্তব্য

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের উদ্যোগে "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" নামে একটি বিশেষ প্রকাশনা বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র নির্দেশনায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিআরটিসি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৫০ বছর যাবত স্বাধীন বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। দেশের সামগ্রীক গণপরিবহনের সংখ্যায় বিআরটিসি'র পরিবহন অত্যন্ত নগণ্য। তদুপরি পরিবহন ব্যবসায় বিআরটিসি সেবা স্বমহিমায় উজ্জল। সাধারণ জনগণ তাদের নিজস্ব বাহন হিসেবে বিআরটিসি'র সেবা গ্রহণ করে। গণপরিবহনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ চালক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ ছাড়াও ০২টি মেরামত কারখানায় দক্ষ কারিগর, ফোরম্যান ও প্রকৌশলীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপুন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবহনের হালকা/ভারী মেরামত সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। দেশের শতাধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ মেরামত কারখান হতে মেরামত সেবা গ্রহণ করে থাকে। আমি আশাকরি এ ধরণের প্রকাশনার মাধ্যমে বিআরটিসি সম্পর্কে জনসাধারণ নতুন নতুন বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবে।

আমি "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশনায় সফলতা কামনা করছি।

(কর্ণেল মোঃ জাহিদ হোসেন)

জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার
পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

পরিচালক প্রশাসন ও অপারেশনের বক্তব্য

বঙ্গবন্ধু'র জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে গণপরিবহন, পণ্য পরিবহন, দক্ষ চালক তৈরিতে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও পরিবহন মেরামত সেবা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানেরকাজ। বর্তমানে যাত্রী পরিবহনে ১৩০০টি বাস সারাদেশে সেবা প্রদান করছে। ৫০০ এর অধিক ট্রাক দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পণ্য পরিবহন করছে। নতুন নতুন রুটে পরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিআরটিসি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবহন সেবা প্রদান সুসংহত করছে। সম্প্রতি "ঢাকা নগর পরিবহন" সেবায় বিআরটিসি অগ্রগামী সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৩০টি পরিবহন দ্বারা সেবা প্রদান করছে। দেশের দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানটি বাস/ট্রাক দিয়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে। করোনা মহামারীর সময়ে গত ০২ বছরে স্বাস্থ্য সেবায় সহযোগীতার জন্য বেশ কিছু বাস ও ট্রাক প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮টি বাস প্রদান করা হয়েছে। সরকারের যে কোন প্রয়োজনে বিআরটিসি সদা সচেষ্ট থাকে।

আমি "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

(বিষ্ণু কুমার সরকার)

জনাব এস. এম. মাসুদুল হক
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

পরিচালক অর্থ ও হিসাবের বক্তব্য

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃক "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। বিআরটিসি একটি সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাফল্য পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে তিন হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতাসহ যে কোন আর্থিক লেন-দেন অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সকল ডিপোতে একযোগে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিশৃংখলা ও কর্মচারীদের হয়রানি হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

গত ০১ বছরে ০৪ (চার) বার অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সিপিএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন পাওনার টাকা একযোগে অনলাইন ব্যাংক এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিআরটিসিকে বহু মোকাবেলা করতে হয়েছে। এ সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিআরটিসি স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশনায় সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

(এস. এম. মাসুদুল হক)

জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাঃ ও পার্সোঃ)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, প্রকাশনা কমিটি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের প্রকাশনা কমিটির উদ্যোগে "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রকাশানা সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়সহ পরিচালকগণ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও সহমর্মীতার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সহযোগীতা ও আন্তরিকতার কারণে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিগত ০১ বছরে প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি বিভাগে বেশ কিছু কার্যক্রমে সফলতা রয়েছে। ত্রৈমাসিক "বিআরটিসি সমাচার" প্রকাশের মাধ্যমে বহুতথ্য ইতোমধ্যে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে। "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পরবর্তী এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাস্তবায়িত বহু তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিআরটিসি সমন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে।

আমি "স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআরটিসি" পুস্তিকা প্রকাশনায় যারা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এর সফলতা প্রত্যাশা করছি।

(মোহাম্মদ সাইদুর রহমান)

সূচিপত্র

১.	ডিপো/ইউনিটসমূহের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল	৯
২.	১৯৬১ সাল হতে অদ্যাবধি বিআরটিসিতে যোগদানকৃত চেয়ারম্যান মহোদয়দের নাম ও কার্যকাল	১০
৩.	বাংলাদেশ ম্যাপে বিআরটিসি'র অবস্থান চিহ্নিতকরণ	১১
৪.	বিশেষ কার্যক্রম	১২
৫.	এক নজরে বিআরটিসি	১৩
৬.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বিআরটিসি'র করণীয়	১৪
৭.	১৯৭১ সাল থেকে সংগৃহীত বাসের হিসাব বিবরণী	১৬
৮.	১৯৭১ সাল থেকে সংগৃহীত ট্রাকের হিসাব বিবরণী	১৮
৯.	সংগৃহীত অবাণিজ্যিক (কার/জীপ/মাইক্রোবাস/পিক-আপ ও কোষ্টার) গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য	১৯
১০.	আলোকচিত্রে বিআরটিসি	২০
১১.	বিআরটিসি পরিচালনায় আইনগত ভিত্তিসমূহ	২৩
১২.	বিআরটিসি একটি সেবার নাম, বিআরটিসি একটি মানবতার নাম	২৫
১৩.	আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস	২৯
১৪.	দক্ষ জনবল তৈরিতে বিআরটিসি'র অবদান	৩০
১৫.	আলোকচিত্রে বিআরটিসি	৩৪

প্রকাশনায়:

১. জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার
পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন), বিআরটিসি

২. জনাব মোহম্মাদ সাইদুর রহমান
জিএম (প্রশাসন ও পার্সোনেল), বিআরটিসি

৩. জনাব মাহমুদ আহমাদ মারুফ
ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, বিআরটিসি

ডিপো/ইউনিটসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল

ক্রম	ডিপো ইউনিটের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
১	বিআরটিসি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও	১৯৬১ খ্রিঃ
২	বিআরটিসি বাস ডিপো, মতিঝিল	১৯৬২ খ্রিঃ
৩	বিআরটিসি বাস ডিপো, কল্যাণপুর	১৯৬২ খ্রিঃ
৪	বিআরটিসি বাস ডিপো, নরসিংদী	১৯৬৬ খ্রিঃ
৫	বিআরটিসি বাস ডিপো, মিরপুর	১৯৬৮ খ্রিঃ
৬	বিআরটিসি বাস ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	১৯৬৮ খ্রিঃ
৭	বিআরটিসি বাস ডিপো, কুমিল্লা	১৯৬৮ খ্রিঃ
৮	বিআরটিসি বাস ডিপো, চট্টগ্রাম	১৯৬৮ খ্রিঃ
৯	বিআরটিসি বাস ডিপো, বগুড়া	১৯৭২ খ্রিঃ
১০	বিআরটিসি ট্রাক ডিপো, ঢাকা	১৯৭২ খ্রিঃ
১১	বিআরটিসি ট্রাক ডিপো, চট্টগ্রাম	১৯৭২ খ্রিঃ
১২	বিআরটিসি বাস ডিপো, জোয়ারসাহারা	১৯৭৩ খ্রিঃ
১৩	বিআরটিসি বাস ডিপো, সোনাপুর	১৯৭৩ খ্রিঃ
১৪	বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	১৯৭৫ খ্রিঃ
১৫	বিআরটিসি বাস ডিপো, রংপুর	১৯৭৯ খ্রিঃ
১৬	বিআরটিসি সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর	১৯৮০ খ্রিঃ
১৭	বিআরটিসি বাস ডিপো, বরিশাল	১৯৯২ খ্রিঃ
১৮	বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও	১৯৯৭ খ্রিঃ
১৯	বিআরটিসি বাস ডিপো, পাবনা	২০০৩ খ্রিঃ
২০	বিআরটিসি বাস ডিপো, খুলনা	২০০৪ খ্রিঃ
২১	বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উথলী	২০০৫ খ্রিঃ
২২	বিআরটিসি বাস ডিপো, সিলেট	২০০৬ খ্রিঃ
২৩	বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ	২০০৬ খ্রিঃ
২৪	বিআরটিসি বাস ডিপো, গাজীপুর	২০১২ খ্রিঃ
২৫	বিআরটিসি বাস ডিপো, মোহাম্মদপুর	২০১৪ খ্রিঃ
২৬	বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টুঙ্গিপাড়া	২০১৫ খ্রিঃ
২৭	বিআরটিসি বাস ডিপো, দিনাজপুর	২০১৬ খ্রিঃ
২৮	বিআরটিসি বাস ডিপো, গাবতলী	২০১৭ খ্রিঃ
২৯	বিআরটিসি বাস ডিপো, ময়মনসিংহ	২০১৮ খ্রিঃ
৩০	বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ	২০১৮ খ্রিঃ
৩১	বিআরটিসি বাস ডিপো, যাত্রাবাড়ি	২০১৯ খ্রিঃ
৩২	বিআরটিসি বাস ডিপো, টুঙ্গিপাড়া	২০২০ খ্রিঃ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রম	নাম	হইতে	পর্যন্ত
১.	লে. কর্নেল কে. ডব্লিউ জেকব	০৪/০২/১৯৬১	০৪/০৬/১৯৬৪
২.	জনাব এম এ ইকবাল করিম, সিএসপি	০৫/০৬/১৯৬৪	২৪/০৫/১৯৬৫
৩.	জনাব জনাব এম এ হক এসকে, টিপিকে, পিপিএম, পিএসপি	২৫/০৫/১৯৬৫	০৮/১২/১৯৬৯
৪.	জনাব এস এ হাকিম, পিএসপি	০৯/১২/১৯৬৯	০৬/০৩/১৯৭০
৫.	জনাব এ কে এম হাবিবুর রহমান, পিএসপি, ডিআইজি	০৭/০৩/১৯৭০	১৬/১২/১৯৭১
৬.	জনাব জালাল উদ্দিন মিয়া, পিএসপি	২০/১২/১৯৭১	২৯/০২/১৯৭২
৭.	জনাব এম এ আউয়াল, পিএসপি	০১/০৩/১৯৭২	০১/০৫/১৯৭৩
৮.	জনাব এস এম আতিয়ূর রহমান	০২/০৫/১৯৭৩	২৯/০৮/১৯৭৫
৯.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিএসপি, ডিআইজি	০১/০৯/১৯৭৫	৩১/১০/১৯৭৮
১০.	মেজর জেনারেল সিআর দত্ত, বিইউ	০১/১১/১৯৭৮	১২/০৮/১৯৮১
১১.	ব্রিগেঃ চৌধুরী খালেকুজ্জামান (অবঃ)	১৮/০৩/১৯৮২	২৯/১১/১৯৮৬
১২.	কর্নেল এম শরিফুল ইসলাম (অবঃ)	৩০/১১/১৯৮৬	৩১/০৭/১৯৯০
১৩.	ব্রিগেঃ সিরাজুল হক, পিএসপি (অবঃ)	০১/০৮/১৯৯০	১৩/০৩/১৯৯৩
১৪.	জনাব এ আর খান, যুগ্ম-সচিব	১৪/০৩/১৯৯৩	১৬/০১/১৯৯৭
১৫.	জনাব মোঃ আজমল চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব	১৬/০১/১৯৯৭	০১/১২/২০০১
১৬.	এ্যাডঃ তৈমুর আলম খন্দকার	২০/১২/২০০১	০৫/১১/২০০৬
১৭.	জনাব এম এম ইফতেখার-ই-আলম, অতিরিক্ত সচিব	১২/১১/২০০৬	২৭/১২/২০০৬
১৮.	জনাব এ টি কে এম ইসমাইল অতিরিক্ত সচিব (অতিঃ দায়িত্ব)	০৩/০১/২০০৭	১১/০৩/২০০৭
১৯.	জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব	১১/০৩/২০০৭	১৪/০৬/২০০৮
২০.	জনাব সাফিজ উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব	২৩/০৬/২০০৮	০৬/০৪/২০০৯
২১.	মেজর এম এম ইকবাল, সিপিপি (অবঃ)	০৭/০৪/২০০৯	১৬/০২/২০১৩
২২.	জনাব জসীম উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব	১৮/০৪/২০১৩	২৮/০৯/২০১৪
২৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	২৮/০৯/২০১৪	২১/০৮/২০১৭
২৪.	জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব	২১/০৮/২০১৭	০৩/০৯/২০১৯
২৫.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব	০৩/০৯/২০১৯	২০/০১/২০২১
২৬.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব	০৭/০২/২০২১	

বিআরটিসির ডিপো/ইউনিটসমূহের অবস্থান

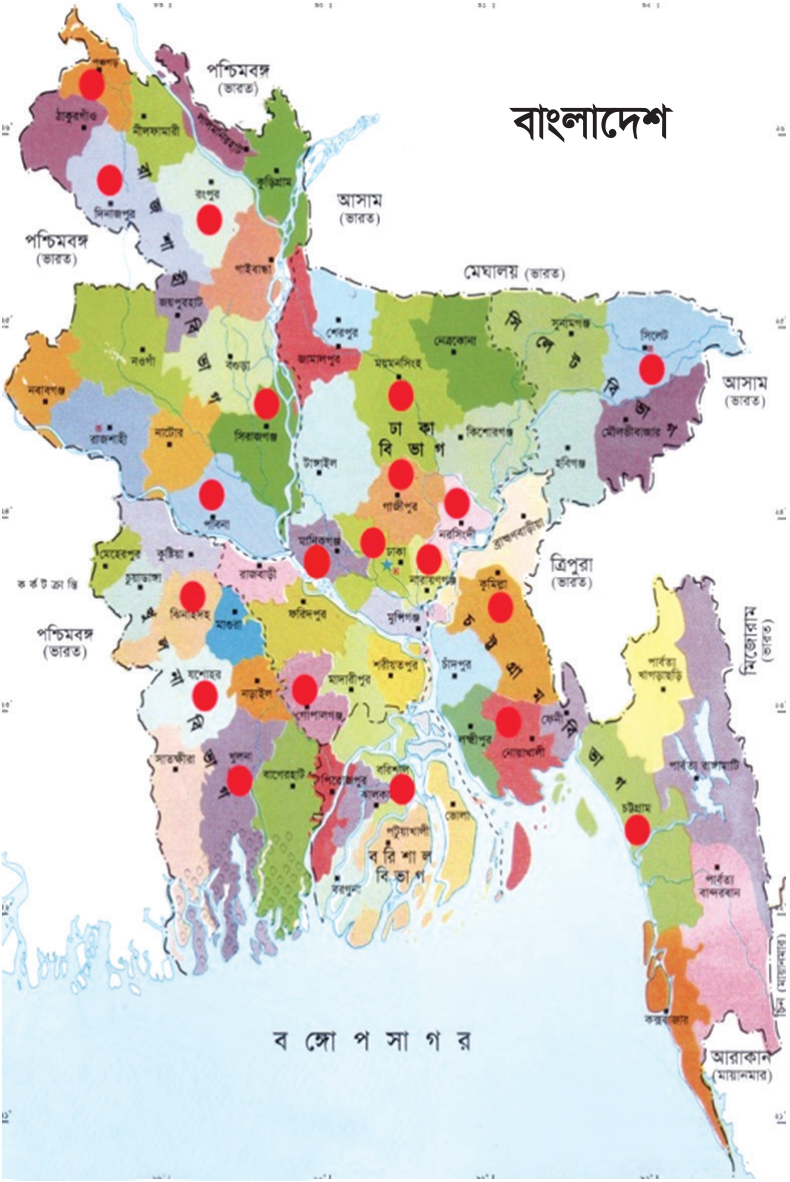

বিআরটির বিশেষ কার্যক্রম

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮টি বাস প্রদান করা হয়েছে।
- পুরাতন গাড়ী মেরামতপূর্বক বিআরটিসির বহরে প্রায় ২০০টি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনরুট করা হয়েছে।
- যুদ্ধাহতমুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসির বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা।
- বিআরটিসির বাসে মহিলা ও প্রতিবন্ধিদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান।
- মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হ্রাসকৃত ফি-তে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/ বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভে বাস সার্ভিস প্রদান করা হয়।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিআরটিসি'র সকল ডিপো/ইউনিট সমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বিআরটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান।
- বার্ষিক শুদ্ধাচার (NIS)-এ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান।
- করোনা মহামারীকালীন সময়ে বিআরটিসি'র ৪৮টি বাস জরুরী মেডিকেল সার্ভিস ও বিদেশ হতে আগতযাত্রীদের পরিবহন সেবা প্রদান করে।
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ অভিযান সম্পন্ন।

এক নজরে বিআরটিসি

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়
- ইহা একমাত্র সেবামূলক বাণিজ্যিক রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা
- মোট বাস ডিপোর সংখ্যা ২২টি
- মোট ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ০২টি
- মোট মেরামত কারখানার সংখ্যা ০২টি
- মোট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ০৪টি
- মোট ট্রেনিং সেন্টারের সংখ্যা ১৯টি
- অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৫৮৯৩ জন
- কর্মরত আছেন ৩৪৩৭ জন
- শূন্য পদের সংখ্যা ২৪৫৬ জন
- মোট বাস সংখ্যা ১৬০০ টি
- মোট চলমান বাসের সংখ্যা ১৩১২ টি
- মোট ট্রাকের সংখ্যা ৫৮৯ টি
- মোট সচল ট্রাকের সংখ্যা ৫০৩ টি

প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো/ইউনিটসমূহের মোট জমির পরিমাণ ৯১.৩১ একর

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বিআরটিসি'র করণীয়

মোঃ আমজাদ হোসেন (উপসচিব)

জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব), বিআরটিসি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ডিজিটাল বিপ্লব। এ ধারণাটি ১ এপ্রিল ২০১৩ সালে জার্মানি'তে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয়। ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কল-কারখানাগুলোতে ব্যাপক হারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে আমূল পরিবর্তন। আগের শিল্প বিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মানুষ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যন্ত্রকে উন্নত করবে, ফলে যন্ত্র নিজেই নিজেকে পরিচালনা করবে।

সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ও নীতি নির্ধারণের সময় ডিজিটাল বিপ্লব আনবে বড় ধরনের পরিবর্তন। প্রযুক্তি বিপ্লব সরকারি সেবাসমূহকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসবে, অপরদিকে ডিজিটালাইজেশনের সহজলভ্যতা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঝুঁকি বাড়াবে। নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই মর্মে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা আশংকা করছেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোচিত প্রযুক্তি

ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা;
খ. ক্লাউড কম্পিউটিং;
গ. ইন্টারনেট অব থিংস;
ঘ. ব্লক চেইন প্রযুক্তি;
ঙ. থ্রিডি প্রিন্টিং;
চ. কোয়ান্টাম কম্পিউটিং;
ছ. উন্নত মানের জীন প্রযুক্তি;
জ. বিগ ডেটা এ্যানালাইট্রিক;
ঝ. হরাইজন্টাল ও ভার্টিক্যাল সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন;
ঞ. সাইবার সিকিউরিটি এবং
ট. রোবোটিক্স।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রভাব বিস্তারকারী প্রযুক্তিসমূহ

ক. Internet of Thinks (IoT) : আমাদের চারপাশে সকল বস্তু যখন নিজেদের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করে এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে তা-ই ইন্টারনেট অব থিংস। ইতোমধ্যে গুগল হোম, এ্যামাজনের আলেক্সার কথা আমরা জেনেছি। যা আপনার বাড়ির বাতি, সাউন্ড সিস্টেম ও ফটকসহ অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আপনার বাসার চুলাকে একবার শিখিয়ে দিবেন যে, কখন কি খেতে আপনি পছন্দ করেন। ধরুন বৃষ্টির দিনে আপনি খিচুড়ি খেতে চান, সেটা আপনার চুলা মনে রাখবে এবং বাহিরে বৃষ্টি হলেই আপনার জন্য সেদিন খিচুড়ি রান্না করে রাখবে।

খ. Cloud Computing : ক্লাউড কম্পিউটিং মানে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের উপর কোন চাপ না পড়া। যে কোন স্টোরেজ সফটওয়ার এবং যাবতীয় অপারেটিং সিস্টেমের কাজ চলে যাচ্ছে হার্ড ডিস্কের বাহিরে। শুধুমাত্র ইন্টারনেট কানেকশন

থাকলেই ক্লাউড সার্ভারে কানেক্ট হয়ে সব সুবিধা নেয়া যাবে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক নষ্ট হলেও ক্লাউড সার্ভার ডাউন হওয়ার সুযোগ থাকবে না। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের কাজগুলো যে কোন স্থানে বসে মোবাইলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

গ. Artificial Intelligence (AI) : এটিকে মেশিন ইন্টেলিজেন্স বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে চারটি কাজ করে তা হলো-

১. কথা শুনে চিনতে পারা;
২. নতুন জিনিস শেখা;
৩. পরিকল্পনা করা এবং
৪. সমস্যার সমাধান করা।

বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি খাতে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক সব তথ্য প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। আগামীর প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ই-গর্ভনেন্স, সেবা প্রদান, জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও কৌশল নিয়ে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ক্লাউড সার্ভার, ইন্টারনেট অব থিংস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে "এশিয়ান টাইগার" বলে পরিচিতি পেয়ে গেছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, আগামী বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের হাইটেক পার্কগুলো হবে আগামীর সিলিকন ভ্যালি। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৪,৫০১টি ইউনিয়ন পরিষদকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারে প্রধান সেবাসমূহ বিশেষ করে ভূমি নামজারী, জন্ম নিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন, ভোটার আইডি কার্ড, ই-টিন সার্টিফিকেট ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিকদের সেবা দোড়-গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

বিআরটিসি'র প্রস্তুতি ও করণীয়

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা হিসেবে বিআরটিসি'কে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে হবে। ডিজিটাল বিপ্লব হতে সুবিধা গ্রহণে বিআরটিসি'কে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ :-

১. বিআরটিসি'র ডিপোভিত্তিক স্টোরের ডাটাবেজ তৈরী করা প্রয়োজন। ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে যানবাহনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের চাহিদার আলোকে সহজে মজুদকারী যন্ত্রাংশের সমন্বয় রাখা সহজ হবে।
২. বিআরটিসি'র সকল যানবাহনে জিপিএস পজিশনিং চালু করতে হবে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার তথ্যাদি (লাইভ ডাটা, হিস্ট্রিক্যাল ডাটা) অতি সহজে পাওয়া যাবে।
৩. যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত গতি ও ওভার লোডিং হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত প্রদান করবে এমন যন্ত্র লাগানো যেতে পারে।
৪. ফ্লিট ম্যানেজম্যান্ট ও এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৯৭১ সাল থেকে সংগৃহীত বাস

ক্রয় সন	গাড়ির মডেল	প্রস্তুতকারী দেশ	ক্রয়কৃত বাস সংখ্যা	প্রতিটি বাসের ক্রয়মূল্য	মন্তব্য
১৯৭০-১৯৭১	মারসিডিস কোচ	জার্মানি	৬৪	৬০,৬০০.০০	
১৯৭২-১৯৭৩	ম্যাটাডোর কোচ	ভারত	২৫	৫৮,৪০০.০০	
১৯৭৩-১৯৭৪	টাটা-১২১০ডি বাস	ভারত	১৬১	১,৭১,২০০.০০	
১৯৭৩-১৯৭৪	মিটসুবিশি বি-৬২৩	জাপান	২৪৯	১,২৪,৯২৭.০০	
১৯৭৭-১৯৭৮	ইসুজুবি এফ-৪০বাস	জাপান	১৬০	৪,৫৯,৮১৫.৩৪	
১৯৭৮-১৯৭৯	মিটসুবিশি বি-৬৩৩ এইচ বাস	জাপান	১০৬	৭,৭৫,৭৮৬.৩৭	
১৯৭৯-১৯৮০	ইসুজুবিএফ-৪০বাস	জাপান	১১০	৪,৫৯,৮১৫.৩৪	
১৯৮০-১৯৮১	ইসুজুবিএফ-৪০বাস	জাপান	২২	৪,৫৯,৮১৫.৩৪	
১৯৮০-১৯৮১	ইসুজুডিবিআর-৩৭০ মিনিবাস	জাপান	০৭	৪,২৪,৭৩৪.৭০	
১৯৮১-১৯৮২	মিটসুবিশিরোসা মিনিবাস	জাপান	৪৮	৪,৬২,০০৮.৩৫	
১৯৮৩-১৯৮৪	মিটসুবিশিবিকে-১০২আরওয়াই	জাপান	২৫	৫,৯৬,৮২৮.০০	
১৯৮৩-১৯৮৪	মিটসুবিশিলাক্সারী মিনিবাস	জাপান	০৮	৩,৯২,৩৮৬.৮২	
১৯৮৪-১৯৮৫	টাটা-১২১০ই/৫২	ভারত	১১৬	৮,৭৫,২০৫.৪২	
১৯৮৬-১৯৮৭	টাটা-১২১০ই/৫২	ভারত	২৪	৮,৭৫,২০৫.৪২	
১৯৮৬-১৯৮৭	টাটা-১২১০ই/৫২	ভারত	৭৬	৮,৭৫,২০৫.৪২	
১৯৮৭-১৯৮৮	টাটা-১৩১৩/৪৭	ভারত	১৪২	৮,৭৫,২০৫.৪২	
১৯৮৯-১৯৯০	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	২০	২৭,৫৭,০০০.০০	
১৯৯৩-১৯৯৪	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	৩০	২২,৮৭,২৭৫.০০	
১৯৯৮-১৯৯৯	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	৪২	৩৬,০০,০০০.০০	
১৯৯৮-১৯৯৯	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতিলিঃ	২৫	২০,৫৮,২৯১.২০	
১৯৯৮-১৯৯৯	অশোক লিল্যান্ড সিএনজি	ভারত	০১	২২,৮০,০০০.০০	
১৯৯৯-২০০০	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতি লিঃ	১০	২০,০০,০০০.০০	
১৯৯৯-২০০১	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	১৬৩	৩৬,০০,০০০.০০	

ক্রয় সন	গাড়ির মডেল	প্রস্তুতকারী দেশ	ক্রয়কৃত বাস সংখ্যা	প্রতিটি বাসের ক্রয়মূল্য	মন্তব্য
১৯৯৯-২০০১	ভলভোডিডিবাস	সুইডেন	৫০	১,১৫,০০,০০০.০০	
২০০১-২০০২	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতিলিঃ	২৫	২০,৮৬,০৩২.০০	
২০০২-২০০৩	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতি লিঃ	৭০	২১,০৭,০৭০.০০	
২০০৩-২০০৪	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতি লিঃ	১৪৯	২০,৯৩,৭৮৬.০০	
২০০৪-২০০৫	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতি লিঃ	৭৫	২১,১৫,৪৩৪.০০	
২০০৫-২০০৬	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	প্রগতি লিঃ	৫২	২১,৯৫,২৯১.০০	
২০০৫-২০০৬	অশোক লিল্যান্ড স্ট্যাগ মিনিবাস	গ্রগতি লিঃ	২০	১২,৬৩,৫০০.০০	
২০০৫-২০০৬	মিনিবাস	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	০১	-	বিনা মূল্যে
২০০৫-২০০৬	চায়না ফাও সিএনজি বাস	গ্রগতিলিঃ	২০	২১,৯৪,০০০.০০	
২০০৬-২০০৭	টাটা-১৩১৬/৫৫ (টিসি)	গ্রগতিলিঃ	১১	২২,৯৯,৩৬০.০০	
২০০৬-২০০৭	চায়না ফাও সিএনজি বাস	গ্রগতিলিঃ	১০	২১,৯৪,০০০.০০	
২০০৯-২০১১	ডংফেংইয়াংশি সিএনজি বাস	চীন	২৭৫	৩৭,৫০,০০০.০০	
২০১০-২০১১	দায়্যু সিএনজি বাস	কোরিয়া	২৫৫	৮২,৬৪,০১৫.৫৪	
২০১১-২০১২	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	২৯০	৭২,০০,০০০.০০	
২০১২-২০১৩	আর্টিকুলেটেড (অশোক লিল্যান্ড)	ভারত	৫০	১,১১,০০,০০০.০০	
২০১২-২০১৩	অশোক লিল্যান্ড এসি বাস (একতলা)	ভারত	৮৮	৬৮,০০,০০০.০০	
২০১৯	অশোক লিল্যান্ড ডিডি বাস	ভারত	৩০০	৯০,০০,০০০.০০	
২০১৯	অশোক লিল্যান্ড (এসি সিটি বাস)	ভারত	১০০	৬৬,০০,০০০.০০	
২০১৯	অশোক লিল্যান্ড (এসি ইন্টারসিটি বাস)	ভারত	১০০	৭১,০০,০০০.০০	
২০১৯	টাটা একতলা নন-এসি বাস	ভারত	১০০	৪৯,০০,০০০.০০	
		সর্বমোটঃ	৩৬৭৫		

১৯৭১ সাল থেকে সংগৃহীত ট্রাক

ক্রয় সন	ট্রাকের মেইক	সংখ্যা	ক্রয় মূল্য	মন্তব্য
১৯৭১-১৯৭২	বিএমসি	৬৩ টি	৬৬,০৭৬.৫৭	
১৯৭২-১৯৭৩	ভলভো	৪৮ টি	সরকার হতে প্রাপ্ত	
১৯৭৩-১৯৮০	ইসুজু আর-৩০	৫০ টি	”	
১৯৭৩-১৯৭৭	ইসুজু টি এক্স ডি-৪০	৩৮ টি	”	
১৯৭৩-১৯৮০	ইসুজু টি ডি-৫০	৫৬ টি	”	
১৯৭৩-১৯৭৯	ডজ	১৩৬ টি	”	
১৯৭৩-১৯৮২	বেড ফোর্ড	১০৫ টি	”	
১৯৭৩-১৯৭৮	টাটা	৩৭ টি	”	
১৯৭৩-১৯৭৭	লিল্যান্ড	৩৭ টি	”	
১৯৭৪-১৯৭৭	বেডফোর্ড	৯১ টি	”	
১৯৭০-১৯৭৯	এম-৩৫-ট্রাক	১৯৮ টি	”	
১৯৮০-১৯৮১	ইসুজু টি এক্স-৪০	১০০ টি	৩,২৫,০০০.০০	
১৯৮৫-১৯৮৬	ইসুজু টি এক্স ডি-৫৫	১০ টি	৪,৯২,০০০.০০	
১৯৮৫-১৯৮৬	টাটা	১৫ টি	৪,৭৭,০০০.০০	
১৯৮৫-১৯৮৬	বেডফোর্ড	৩১০ টি	এম এল আর এ প্রাপ্ত	
১৯৮৭-১৯৮৮	ইসুজু এইচ টি আর-১১৩ (খাদ্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত)	৬৫ টি	১১,৪৩,৮২৮.৫৯	
১৯৯৯-২০০০	অশোক লিল্যান্ড কমেট-১৬১১ (প্রগতি ইন্ডাঃ লিঃ হতে সংগ্রহ)	১০ টি	১৫,০০,০০০.০০	
২০০২-২০০৩	অশোক লিল্যান্ড কমেট-১৬১১ (প্রগতি ইন্ডাঃ লিঃ হতে সংগ্রহ)	৩০ টি	১৬,১৭,৫০০.০০	
২০০৩-২০০৪	অশোক লিল্যান্ড কমেট-১৬১১ (প্রগতি ইন্ডাঃ লিঃ হতে সংগ্রহ)	৩০ টি	১৬,১৭,৫০০.০০	
২০০৪-২০০৫	অশোক লিল্যান্ড কমেট-১৬১১ (প্রগতি ইন্ডাঃ লিঃ হতে সংগ্রহ)	১০ টি	১৬,১৭,৫০০.০০	
২০১৯	আইচার (১৬.২ টন)	৩৫০ টি	২০,০০,০০০.০০	
২০১৯	টাটা (১০.২ টন)	১৫০ টি	২১,০০,০০০.০০	
	সর্বমোট	১৯৩৯		

সংগৃহীত অবাণিজ্যিক (কার/জীপ/মাইক্রোবাস/ পিক-আপওকোষ্টার) গাড়ি ক্রয়

ক্রয় সাল	গাড়ীর ধরণ	ক্রয়কৃত গাড়ীর সংখ্যা	মন্তব্য
১৯৬৯	জীপ	০১	সরকারী/ আধাসরকারী/ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুরাতন/ অকেজো গাড়ীসমূহ বিনামূল্যে/ সংরক্ষিত মূল্যে/ অনুদান হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। গাড়ীগুলো দাপ্তরিক/ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৯৭৬	কার	০১	
১৯৭৭	কার	০১	
১৯৭৮	কার	০২	
১৯৮৬	কার	০১	
১৯৮৭	কার	০৪	
১৯৮৭	জীপ	০২	
১৯৯৩	কার	০৫	
১৯৯৪	কার	০৫	
১৯৯৫	কার	০২	
১৯৯৭	কার	০৪	
১৯৯৮	জীপ	০১	
১৯৯৯	কার	১৩	
২০০১	জীপ	০১	
২০০২	কার	০১	
২০০৩	জীপ	০১	
২০০৩	কার	০২	
২০০৪	জীপ	০৬	
২০০৪	মাইক্রোবাস	০২	
২০০৪	কার	০৩	
২০০৫	জীপ	১৩	
২০০৫	কার	১০	
২০০৫	মাইক্রোবাস	০২	
২০০৬	জীপ	০১	
২০০৭	কার	০৬	
২০০৭	জীপ	০১	
২০১০	কার	০৩	
২০১১	জীপ	০১	
২০১২	কার	০৬	
২০১৪	কার	০৪	
২০১৫	কার	১৫	
২০১৭	কার	৭১	
২০১৭	জীপ	১৭	
২০১৭	মাইক্রোবাস	০২	
২০১৮	কার	৩৩	
২০১৮	জীপ	৯৩	পরিবহন পুল হতে সংগৃহীত গাড়িগুলির অধিকাংশই সম্পূর্ণ অচল
২০১৮	মাইক্রোবাস	০৮	
২০১৮	পিক-আপ	০৫	
২০১৮	কোষ্টার	০৩	
	সর্বমোটঃ	৩৫২	

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

পুরাতন মডেলের ভলবো বাস

পুরাতন মডেলের দ্বিতল বাস

পুরাতন মডেলের দ্বিতল বাস

পুরাতন মডেলের একতলা বাস

পুরাতন মডেলের একতলা বাস

পুরাতন মডেলের একতলা বাস

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

নুতন মডেলের দ্বিতল বাস

নুতন মডেলের আর্টিকুলেটেড বাস

নুতন মডেলের একতলা এসি বাস

নুতন মডেলের একতলা নন-এসি বাস

নতুন মডেলের ট্রাক

নতুন মডেলের ট্রেনিং কার

ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের Tranche 3 এর ১ম রাউন্ড এর ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ

SEIP
Skills for Employment Investment Program

যোগ্যতা		সুবিধাসমূহ
হালকা ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণের জন্য	ভারী ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণের জন্য	
* ২১ থেকে ৩৫ বছরের ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। * অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) থাকতে হবে। * ড্রাইভিং কে পেশা হিসাবে গ্রহন করতে হবে । * শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে।	* ২১ থেকে ৪৫ বছরের ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। * গাড়ী চালক হিসাবে মধ্যম লাইসেন্স থাকতে হবে এবং মধ্যম লাইসেন্স এর মেয়াদ/ বয়স ৩ বছর হতে হবে। * অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) থাকতে হবে। * শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে।	* প্রশিক্ষণ চলাকালীন দৈনিক যাতায়াত ভাতা ১০০ (একশত) টাকা প্রদান করা হবে। * দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা। * সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ন স্বাপেক্ষে সরকারী খরচে হালকা ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে হালকা এবং ভারী ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ভারী লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

সুবিধা বঞ্চিত নারী ও উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কোর্স শুরুর তারিখ ঃ ০১/০২/২০২২ইং এবং আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ৩১/০১/২০২২ইং

রেজিষ্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ

বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, মোবাইল নং০১৯২১-২১৭৯৮৯

বিআরটিসি'র ওয়েব সাইট

www.brtc.gov.bd ও www.training-brtc.gov.bd এ বর্ণিত প্রশিক্ষণে ভর্তি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বিআরটিসি পরিচালনায় আইনগত ভিত্তিসমূহ

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
জিএম (প্রশাসন), বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ ০৬ দশকের বেশী সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটি গণ পরিবহন সেবা দিয়ে আসছে। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সেবা হচ্ছে; পণ্য পরিবহন, দক্ষ চালক প্রশিক্ষণ এবং যানবাহন মেরামত করা। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নিজস্ব আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে নীতিমালা অনুসরণপূর্বক লীজ/ভাড়া প্রদান করা হয়। যে সকল আইনগত কাঠামো/বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হ'ল।

- ১৯৬১ সালের পূর্বপাকিস্তান সড়ক পরিবহন অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে এ গণপরিবহন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে এ অধ্যাদেশটি পাশ হয়। ২০২০ সালে প্রণীত আইনের অমিমাংসিত বিষয়গুলো এখনো ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের আলোকে নিষ্পত্তি করা হয়।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন, ২০২০ আইনটি পাশ হয়। এ আইনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যাবলী, পর্ষদ নিয়োগ, বাজেট বিধি প্রনয়ণ ক্ষমতা নব আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করে বিআরটিসি'র অবস্থান আরো সুসংহত হয়েছে।
- বিআরটিসির কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৬০ এর মাধ্যমে বিআরটিসি'র নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, ছুটি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, দণ্ডসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন পদের নিয়োগ পদোন্নতির বিষয় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া ও ইজারা প্রদান বরাদ্দ নীতিমালা ২০০৭ এর মাধ্যমে কর্পোরেশনের মালিকানাধীন/ আওতাধীন/ ইজারাধীন ও ভোগদখলকৃত খালি জমি, উম্মুক্ত স্থান ভাড়া/ বরাদ্দ ও ইজারা প্রদান করা হয়।
- বিআরটিসি বাস ইজারা নীতিমালা ২০০৭ এর মাধ্যমে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের বাস দীর্ঘ ইজারা প্রদান করা হয়।

- ❖ মেরামত নীতিমালা ২০০৬ এর মাধ্যমে কর্পোরেশনের যানবাহনসমূহ দৈনন্দিন রাক্ষণাবেক্ষণ হালকা ও ভারী মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (সংশোধিত) নীতিমালা ২০২১ এর মাধ্যমে কর্মচারীদের কল্যানার্থে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- ❖ বিআরটিসি শিক্ষা সহায়তা নির্দেশিকা ২০২১ এর মাধ্যমে কর্মচারীদের সন্তানদের মেধা অনুসরণপূর্বক আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়।

চলমান/ পরিকল্পনাধীন অন্যান্য আইনগত ভিত্তিসমূহ

- ❖ বিআরটিসির সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (ICWS) এর মেরামত কার্যক্রম নির্দেশিকা।
- ❖ বিআরটিসি কর্মচারী বদলী নীতিমালা।
- ❖ অবাণিজ্যিক গাড়ী প্রাধিকার নির্দেশিকা।
- ❖ সংশোধিত অর্গানোগ্রাম ও বিধিমালা।

বিভিন্ন আইন, প্রবিধানমালা, নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিআরটিসি একটি শক্তিশালী কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৩,৫০০ কর্মচারীর প্রাণের দাবী প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী সুবিধার অন্তর্ভূক্ত হবে। আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অচিরেই প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো আরো উন্নততর হবে; এটাই সকল কর্মচারী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

বিআরটিসি একটি সেবার নাম, বিআরটিসি একটি মানবতার নাম

জনাব মোঃ নায়েব আলী

ইউনিট প্রধান

তেজগাঁও মেরামত কারখানা

আমি একজন সরকারী কর্মচারী, আমি একটি সংস্থার গর্বিত সদস্য তার নাম বিআরটিসি বা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন/সংস্থা। হাঁ আমি অবশ্যই বিআরটিসির একজন গর্বিত সদস্য। কারণ আমি বিআরটিসিতে চাকুরীর সুবাধে বাংলাদেশের জনগনকে সেবা দিতে পারছি নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত করতে পারছি। আমরা বিআরটিসির মাধ্যমে বাংলাদেশের সড়ক দূর্ঘটনা রোধে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছি। যেমন বিআরটিসি ৪টি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ১৯ ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পেশাদার চালক তৈরি সহ বিআরটিসির চালকদের দায়িত্ববোধ নিয়ে গাড়ী চালানো ইত্যাদি বিআরটিসি সব সময় অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৯৬১ সাল থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত বিআরটিসি ঢাকা থেকে সারা বাংলাদেশের জেলা শহরে এমনকি উপজেলা শহর থেকে ঢাকায় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। এবং ট্রাক দ্বারা সকল সরকারী সংবেদনশীল পন্য দেশের প্রতিটি জেলা শহর সহ বিভিন্ন উপজেলা শহর এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌছে দিয়ে থাকে।

বিআরটিসি দেশের পরিবহন জগতে অসামান্য অবদানের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো

১. কোভিড-১৯ সহ দেশের সকল দুর্যোগে বিআরটিসি বাস/ট্রাকের সেবা প্রদান

বিআরটিসির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে চালক/কন্ডাক্টরগণ কোভিড-১৯-এ যখন সারাদেশ অচল কোন মানুষ ঘর থেকে বাহির হয় না তখন বিআরটিসি বাসের মাধ্যমে জীবনের ঝুকি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে সন্দেহবাজন করোনা আক্রান্তদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পে/হাসপাতালে আনা-নেওয়া করেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার/নার্স, কর্মচারীদের প্রতিদিন সকাল/বিকাল সার্ভিস দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের তথা সরকারের প্রশংসা কুড়ান।

২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিআরটিসির বাস সার্ভিস

ঢাকা সিটিতে শুধুমাত্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিআরটিসি নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু আছে। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্প ভাড়ায় বিআরটিসি একতল/দ্বিতল বাস সার্ভিস চালু আছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অংকের খরচ থেকে রক্ষা পায়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাস পরিচালনা ব্যয় সাধারণত বিআরটিসির ভাড়া বাসের তুলনায় অনেক বেশী দেখা গেছে।

৩. মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা

বিআরটিসি জন্মলগ্ন থেকেই সরকারী বাস হিসেবে ছাত্র/ছাত্রী, গরিব অসহায় মানুষ তথা নিম্ন আয়ের মানুষ কম ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করে। বর্তমান সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা ভাড়ায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ভ্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে বিআরটিসি বাসে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অর্ধেক ভাড়ায় পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. মহিলা বাস সার্ভিস

বিআরটিসি সৃষ্টির পর থেকেই মহিলা বাস সার্ভিস চালু আছে তার মধ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রায় ১৭টি (সতেরো) মহিলা বাস ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। যা কর্মজীবি মহিলাদের জন্য একটি বিশাল সুবিধা হয়েছে।

৫. হরতাল অবরোধে বিআরটিসি

২০১৩/২০১৪ সালে যখন বিরোধি দল কর্তৃক হরতাল অবরোধ এবং আগুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তখন বিআরটিসি গাড়ীগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকার সাথে যোগাযোগ (connectivity) স্থাপনের উদ্দশ্যে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এবং জেলা শহরে বিআরটিসি বাস সার্ভিস প্রদান করা হয়। শুধু ২০১৩ সালে নয় দেশের ক্রান্তিলগ্নে বিআরটিসির বাস সার্ভিস দিয়ে থাকে। নিম্ন স্বাক্ষরকারী মতিঝিল বাস ডিপোতে থাকা অবস্থায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিআরটিসি বাস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চালিয়ে ছিলেন।

৬. ঈদ স্পেশাল সার্ভিস

এই বিশেষ সার্ভিসটি গত ২০১১/২০১২ সাল থেকে বিআরটিসি দিয়ে আসছে। ঢাকা থেকে নিম্ন আয়ের মানুষের নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছানোর দায়িত্ব বিআরটিসি নিজে থেকেই নিয়েছে। প্রতিটি ঈদ সার্ভিস প্রায় ৫০০ (পাঁচশত)টি (দ্বিতল/একতলা) বাস ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলা শহরে তথা উত্তরবঙ্গের দিকে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যাত্রী আনা নেওয়া করে। যার ফলে বেসরকারী পরিবহনে সরকারের নিধারিত ভাড়ার বেশী ভাড়া কোনো ভাবেই নিতে পারেনা।

৭. হজ্জ/ইজতেমা সার্ভিসঃ

বিআরটিসি প্রতি বৎসর হজ্জ এবং ইজতেমা আসা সাধারণ হাজী এবং মুসল্লীদের যাতায়াতের সহজকরণের স্বার্থে বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু করে থাকে।

৮. বিআরটিসি ট্রাক সার্ভিস

বিআরটিসি ট্রাকডিভিশন সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার পর জাতিসংঘের ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে। সেই থেকেই বিআরটিসি ট্রাক ডিভিশন সরকারে বিভিন্ন জরুরী খাদ্য এবং সংবেদনশীল পণ্য সরবরাহ করে থাকে। বিশেষ করে সিডর, আইলা, বন্যা, খড়া অঞ্চলে সরকারের নির্দেশে জরুরী খাদ্য ও পণ্য বিআরটিসি ট্রাকের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকে। যেমন ১৯৯৪ সালে সারা দেশে যখন সার সংকট দেখা দেয় এবং বেসরকারী পরিবহন ধর্মঘট করে তখন আপদকালীন দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিআরটিসি ট্রাকের মাধ্যমে সারা দেশে সার সরবরাহ করে থাকে। তখন বিআরটিসি সংস্থা তথা সরকারের বিসিআইসির নিকট ৬০.০০ (ষাট লক্ষ) টাকার বিল পাওনা রয়েছে।

৯. সরকারী যানবাহন মেরামতে বিআরটিসি

বিআরটিসিতে দুটি গাড়ী মেরামত কারখানা আছে একটি গাজীপুরে সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (ICWS) অপরটি ঢাকার তেজগাঁওয়ে কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (CWS)। প্রথমে বিআরটিসি'র নিজস্ব গাড়ী মেরামত করলেও পরবর্তীতে চাহিদার প্রেক্ষাপটে বেসরকারী পর্যায়ে গাড়ী মেরামতের খাতকে বিআরটিসি'র মেরামত কারখানার সাথে সমান্তরালভাবে কাজ করার জন্য বিআরটিসি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় (CWS) সরকারী বিভিন্ন সংস্থার গাড়ী মেরামত করা হয়। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, হাইকোর্ট বিভাগসহ সরকারী সংস্থার গাড়ী সফলতার সহিত কাজ করে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে বিআরটিসির ওয়ার্কসপে গাড়ী মেরামতের কোন প্রকার টেন্ডার প্রয়োজন হয় না।

১০. বিআরটিসি রাত্রিকালীন (Night service) সার্ভিস

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পরিবহনের উন্নতি হতে যাচ্ছিল। তখন একমাত্র বিআরটিসি বা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাই আন্তজেলা সার্ভিস হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং ১৯৭৮ সালে বিআরটিসি আন্তজেলা সার্ভিস এবং রাত্রীকালীন সর্ভিস (Night service) প্রথমে বিআরটিসির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাথে সাথে বেসরকারী পরিবহন ও রাত্রীকালীন সর্ভিস চালু করে আসছে।

১১. যাত্রীদের লাইনে দাঁড়িয়ে গাড়ীতে উঠার অভ্যাসকরণঃ

বিআরটিসি এমন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যার কর্মকাণ্ডসমূহ সবসময় বেসরকারী পরিবহন অনুসরণ করে এবং সেটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিৎ। যেমন ১৯৯৮ সালে প্রথমে টুংগী থেকে মতিঝিল ভায়া রামপুরা এবং টুংগী থেকে মতিঝিল ভায়া ফার্মগেট সার্ভিসে বাংলাদেশে প্রথম কাউন্টার সার্ভিসের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ লাইনে দাঁড়িয়ে গাড়ীতে উঠার অভ্যাস করেন এবং সারা বাংলাদেশে তথা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিতহয়। কারণ ঐ সময়ে রাজধানীতে প্রচুর পরিমাণ পকেটমার ছিল বিশেষ পলিসির কারণে বিআরটিসি গাড়ীতে পকেটমার বন্ধ হয়।

১২. রাজধানীতে প্রথম যাত্রী ছাউনির রূপকার বিআরটিসিঃ

সারা বিশ্বেই পরিবহন জগৎ উন্নতির পাশাপাশি যাত্রী ছাউনির মান উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানীতে প্রথম যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করেন বিআরটিসি। তারউদাহরণ স্বরূপ এখন ঢাকার বিভিন্ন রাস্তার পাশে বিআরটিসির নিয়ন্ত্রণে ১০/১২ টি যাত্রী ছাউনি রয়েছে।

১৩. পিকনিক/বিনোদন সার্ভিসঃ

বিআরটিসির বাস স্বল্প মুল্যে পিকনিকসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয় যা প্রাইভেট মালিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য বনভোজন বা বিনোদন সার্ভিসে বেসকারী এসি বাস অনেক বেশী ভাড়া নেয় অথচ বিআরটিসি এখানে শুধুমাত্র সরকারে নির্ধারিত সিটের ভাড়াই নিয়ে থাকে তাছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের কম মুল্যে ভাড়া দিয়ে থাকে।

১৪. বেসরকারী পরিবহন খাতকে (Dominate) নিয়ন্ত্রণে রাখাঃ

বিআরটিসি একটি সরকারী সংস্থা হিসেবে লাভ ক্ষতি হিসেব না করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বেসরকারী পরিবহন চলাচল করে না সেই সবজেলায় বিআরটিসি বাস সেবা দিয়ে থাকেন। পাশাপশি বেসরকারী পরিবহন মালিকগণ যাতে সাধারণ যাত্রীদের নিকট থেকে বেশী ভাড়া নিতে না পারেন সেই সব রুটে বিআরটিসি বাস দিয়ে সঠিক ভাড়ার সাম্যতা বজায় রাখা হয় এবং বেসরকারী পরিবহনের মালিকগণ কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে সেখানেও বিআরটিসি সার্ভিস দিয়ে থাকে।

১৫. গরিব মানুষের সার্ভিস দ্বিতল বাস সার্ভিসঃ

বিআরটিসি ১৯৬৮ সাল থেকে দ্বিতল বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। চালুর পর থেকেই সাধারণ গরিব মানুষের ব্যাপক সুবিধা পেয়ে আসছে। যেমন দ্বিতল বাসের ভিতরের প্রশস্ত যায়গাতে বিভিন্ন মালামাল ও ব্যাগসহ উঠে আরামে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতকরতেপারে। তাছাড়া ছাত্র/গরীব মানুষ ভাড়া সব সময় সরকারী দ্বিতল বাসে কম দিয়ে থাকে। যানযটের শহর হিসেবে ঢাকায় একই স্থান দখল করে অধিক যাত্রী বহন করার কারণে ইতিমধ্যে সার্ভিসটি জনপ্রিয় হয়েছে।

১৬. চালক/কারিগর প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিআরটিসি'র ভূমিকাঃ

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বিআরটিসি'র মাধ্যমেই প্রথম আন্তজেলা সার্ভিস চালু হয় এবং চালক/কারিগরদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে ILO/UNDP এর সহায়তায় বিআটিসি'র নিজস্ব চালক/কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং বিআরটিসির বাইরে চালক/কারিগর প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে এবং দুর্ঘটনা রোধে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে বিআরটিসি'র বিশেষভাবে ভূমিকা রেখে চলছে।

১৭. আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসঃ

১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সার্ভিস হিসেবে বিআটিসি'র অভাবনীয় সাফল্য রয়েছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের সাধারণ যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য এই সার্ভিসটি খুব সমাদৃত হচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য আগরতলা সার্ভিসটি যথারীতি সমান তালে সমাদৃত হচ্ছে।

১৮. নতুন আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ-নেপাল, বাংলাদেশ-ভুটান, বাংলাদেশ-শিলিগুড়ি, গ্যাংটক ইত্যাদি সার্ভিস নিয়ে আলোচনা চলছে এবং অচিরেই শুভ উদ্বোধন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯. চক্রাকার (Circular) সার্ভিসঃ

গত মার্চ/২০১৮ইং সাল থেকে অধ্যবদি পর্যন্ত ধানমন্ডি-আজিমপুর ভায়া নিউমার্কেট ও দিয়াবাড়ী- এয়াপোর্ট সার্ভিস দুইটি ছাত্র/ছাত্রী, কর্মজীবী নারীদের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল এবং বর্তমানে সুনামের সহিত সার্ভিসগুলো চলছে।

২০. বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিআরটিসিঃ

বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রশংসা বা ভালো কাজের কথা বলে শেষ করা যাবে না। শুধু বলতে চাই কোভিড-১৯ এর মধ্যে সারা দেশে সরকার ঘোষিত লকডাউন

থাকা সত্যেও বিআরটিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধ করেছেন। বিআরটিসিকে একটি লাভজনক ও সেবামুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জনগনের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এবং বর্তমান সময়ের যুগপোযগি কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্র্যাচুইটি ও সিপিএফ এর টাকা স্বাভাবিক অবসর প্রাপ্ত কর্মীর হিসাব নম্বরে স'ানান্তর করা,স্মার্ট আইডি কার্ড ও পূনরায় বাজেট সিষ্টেম চালু করা হয়েছে। যার ফলে আমরা বিআরটিসির কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন সংস'ার কাছে সম্মানের সহিত পরিচয় দিতে পারি।

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্য

রুটের নাম	প্রথম চালুর তারিখ	ছাড়ার দিন	ছাড়ার সময়	যাত্রী প্রতি (ওয়ানওয়ে) ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)
ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা	০৯/০৭/৯৯	শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার (কোলকাতা) সোম, বুধ ও শুক্রবার (বাংলাদেশ)	সকাল ৭.৩০ মিঃ	১,৯০০/-
আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা	০৬/০৬/১৫	শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার (কোলকাতা) সোম, বুধ ও শুক্রবার (বাংলাদেশ)	রাত ১০:১৫ মিঃ	১,৯০০/-
ঢাকা-শিলং-গৌহাটি-ঢাকা	২২/০৫/১৫	প্রতি বৃহস্পতিবার	রাত ১০.০০ টা	২,৫০০/-
ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা	১৫/০৫/১৭	সোম, বুধ ও শুক্রবার	রাত ১১.০০ টা	১,৯০০/-
ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা	১৫/০৫/১৭	সোম, বুধ ও শুক্রবার	সকাল ৮.০০ টা	৪০০/-

দক্ষ জনবল তৈরীতে বিআরটিসি'র অবদান (১৯৭২-২০২১)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশেন একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবা সংস্থা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন ১০৬১ সালের অধ্যাদেশ নম্বর-৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের সময় ক্ষতিগ্রস্থ এ প্রতিষ্ঠানটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে পুনঃগঠিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরি করে দেশের বিপুল বেকার জনসংখ্যাকে কর্মমুখী জনশক্তি সৃষ্টিতে এ সংস্থাটি ইতবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরটিসি ০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মোটর মেকানিজম, ওয়েল্ডিং, ডেন্টিং ও পেন্টিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরির লক্ষ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরটিসি এ পর্যন্ত ১,৭৫,০৭৫ জনকে (বিআরটিসি-SEIP) মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্সের ১৭,৪০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীসহ) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন তন্মধ্যে ১০,৯৩২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষিত চালকগণ নিরপদ সড়ক গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং দক্ষ জনবল হিসেবে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করছে। বর্তমানে দেশব্যপি বিআরটিস'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে SEIP প্রকল্প, পদ্মা সেতু তৈরিতে ক্ষতিগ্রহস্থদের পূনবার্সন প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আনসার ও বিডিপি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩,৪২৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

দক্ষ জনবল তৈরিতে বিআরটিসির ৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ১৯টি ট্রেনিং সেন্টার এর (শুরু থেকে) ১৯৭৫ সাল থেকে সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ইনস্টিটিউট /প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	কার্যক্রম শুরুর তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট	মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা		
কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	০১/০৬/১৯৭৫	৭৬৭৭৭	৫৭০৫	৮২৪৮২	
তেজগাঁও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১/১২/১৯৯৭	২৪৯১৫	৩৫৪৫	২৮৪৫৫	
টুংগীপাড়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১০/০২/২০১৫	১৬৫১	১৯	১৬৭০	

ইনস্টিটিউট /প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	কার্যক্রম শুরুর তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট	মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা		
ঝিনাইদহ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০৫/০৯/২০১৮	২৩	০	২৩	
চট্রগ্রাম ট্রেনিং সেন্টার	১৭/১১/২০০০	৭৫২৮	৩৩৭	৭৮৬৫	
পাবনা ট্রেনিং সেন্টার	০৭/০৬/২০০৫	৬১১	৬৩	৬৭৪	
সিলেট ট্রেনিং সেন্টার	১৬/১০/২০০৬	১৮৫৬	৮	১৮৬৪	
মিরপুর ট্রেনিং সেন্টার	২০/০৮/২০০৬	৯১৫	১৯৬	১১১১	
খুলনা ট্রেনিং সেন্টার	০৯/০৩/২০০৪	৫৪৩৬	৩৯	৫৪৭৫	
নারায়ণগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টার	১০/০৮/২০০৪	৯৭৯৯	১১৬	৯৯১৫	
নরসিংদী ট্রেনিং সেন্টার	২১/০৩/২০০৫	৪০৭৮	৪২	৪১২০	
কুমিল্লা ট্রেনিং সেন্টার	১৬/০৫/২০০৫	২৮৭২	৪৮	২৯২০	
ময়মনসিংহ ট্রেনিং সেন্টার	১২/০৪/২০১৮	২৪৮	০৯	২৫৭	
যশোর ট্রেনিং সেন্টার	০৭/০২/২০১৩	৩১৫	২১	৩৩৬	
সোনাপুর ট্রেনিং সেন্টার	০৭/০২/২০১৩	৮৪৭	১১	৮৫৮	
বরিশাল টেনিং সেন্টার	২৭/০৭/২০০৫	১২০৬	০৭	১২১৩	
দিনাজপুর ট্রেনিং সেন্টার	২৩/০৭/২০০৯	৮৬৬	২৫	৮৯১	
উথলী ট্রেনিং সেন্টার	২০/১১/২০০৫	১৪৫১	০	১৪৫১	
বগুড়া ট্রেনিং সেন্টার	১০/০৯/২০০০	৩৪৯৯	১৮৪	৩৬৮৩	
জোয়ারসাহারা ট্রেনিং সেন্টার	১৯/০৪/২০১৮	১৪	০	১৪	
রংপুর ট্রেনিং সেন্টার	১৭/১০/২০২১	০	০	০	
সিরাজগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টার	-	০	০	০	
গাবতলী ট্রেনিং সেন্টার	-	০	০	০	
সর্বমোটঃ		**১৪৪৯০২**	**১০৩৭৫**	**১৫৫২৭৭**	

"বিআরটিসি-SEIP মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ" প্রকল্প

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন							চলমান	
	১ম ব্যাচ (মার্চ-জুন/১৮)	২য় ব্যাচ (জুলাই-অক্টো/১৮)	৩য় ব্যাচ (নভে-ফেব্রু/১৯)	৪র্থ ব্যাচ (মার্চ-জুন/১৯)	৫ম ব্যাচ (জুলাই-অক্টো/১৯)	৬ষ্ঠ ব্যাচ (নভে-ফেব্রু/২০)	৭ম ব্যাচ (জানু-জুন/২১)	৮ম ব্যাচ (২৭জুন/২১	৯ম ব্যাচ (১নভে/২১)
গাজীপুর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৩০৬	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪০০	৪০০	২৫০		
তেজগাঁও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৫০	২০০	২০০	২৫০	২৫০	২৫৩	২৫৫	১৯৮	২৫২
টুঙ্গিপাড়া প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৭৮	৪০০	৩০০	৪০০
মিরপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫৪	৫৪	৫৪
জোয়ারসাহারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫৪	১০৮
নারায়ণগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০০	১০০	২৫	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
উথলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	১০০	১৫০	১৫০	১০০	১০০	১০০	১০২	১০০
নরসিংদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	৫০	৫০	১৫০	১৫০
চট্টগ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৫০	৩০০	১০০	২৫০	২৫০	২৫০	১৫০	১০০	১০০
কুমিল্লা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	১০০	১০০	১০০	১০০
সোনাপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	১০০	১০০	১০০	৫০	১০০	১৫০	১৫০
সিলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	১০০
বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০০	১০০	৫০	১০০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০
পাবনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	১০০	১০০
খুলনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫৪
ঝিনাইদহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
দিনাজপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	১০০	৭৫	১০০	৫০	৫০	৫০	১০০	১০৮
বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫০	১০০	০০	৫০	৫০	১০০	৫০	১০০	৫০
মোট =	১৯০৬	২২০০	১৯০০	২৩৫০	২৩০০	২২৮৩	২১০৯	২৩৫৮	২৫৭৬
	১৭,৬৮২								
ToT	টার্গেট -১৪১০, সম্পন্নঃ ৬৭৮জন								

মেরামত কারখানার তথ্য

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (ICWS) গাজীপুর ও কেন্দ্রীয় মেরামত কারাখানা (CWS) তেজগাঁও-এ দক্ষ কারিগর, ফোরম্যান ও প্রকৌশলীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার, জীপ, মাইক্রোবাস, বাস, ট্রাক ইত্যাদি পরিবহনের মানসম্মত হালকা/ভারী মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

কেন্দ্রীয় মেরামত কারাখানা (CWS) তেজগাঁও-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের গাড়ীসহ বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ বিআরটিসি অবাণিজ্যিক বিভিন্ন মডেলের গাড়িসমূহ মেরামত করা হচ্ছে। সরকারী গেজেট মোতাবেক ওয়ার্কশপকে সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের গাড়ী মেরামতের জন্য কোন টেন্ডারের প্রয়োজন হয় না।

গাড়ী চালানোর আগে করণীয়

❖ জ্বালানী দেখে নেয়া	❖ ব্রেক অয়েল চেক করা
❖ চাকার হাওয়া চেক করা	❖ পানি চেক করা
❖ ব্যাটারী কানেকশন দেখা	❖ মবিলের লেবেল দেখা
❖ চালক ও গাড়ীর সকল কাগজপত্র সাথে রাখা	❖ বদ অভ্যাস পরিহার করা সুস্থ্যাবস্থায় নিজেকে প্রস্তুত রাখা

যোগাযোগের ঠিকানা

কেন্দ্রীয় মেরামত কারাখানা (CWS) তেজগাঁও	সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (ICWS) গাজীপুর
জনাব মোঃ নায়েব আলী **ইউনিট প্রধান** কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (সিডব্লিউএস) টেলিফোন নং- ৯১১০৫১৭ মোবাইল নং- ০১৭১২-২৮১১২১	**মেজর মোক্তারুজ্জামান** **ইউনিট প্রধান** আই সি ডব্লিউ এস, গাজীপুর টেলিফোন নং- ৯২৬১৪১৪৩ মোবাইল নং- ০১৩২৪২৯৩৯০৭

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

১০০ সিএনজি বাসের শুভ উদ্বোধন করেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দ্বিতল বাসের শুভ উদ্বোধন করেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

৮৮টি একতলা এসি বাসের শুভ উদ্বোধন
করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়

রেপিড পাস কার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

বিআরটিসি'র ভবন আধুনিকায়নের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

"ঢাকা নগর পরিবহন" সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

গাবতলী বাস ডিপো ও যাত্রাবাড়ী বাস ডিপোর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

বিআরটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

বনভোজন, বিয়ে, জন্মদিনসহ যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সদ্য আমদানীকৃত বিলাসবহুল বিআরটিসি এসি/ননএসি বাস রিজার্ভ ভাড়া দেয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ওয়েব সাইট ঃ www.brtc.gov.bd

প্রধান দপ্তর: বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

সততা, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে পণ্য পরিবহন সেবা পেতে বিআরটিসি'র ট্রাক ব্যবহার করুন

যোগাযোগের ঠিকানা

ওয়েব সাইটঃ www.brtc.gov.bd

প্রধান দপ্তর: বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

১. ঢাকা ট্রাক ডিপো, তেজগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল নম্বর: ০১৩২৪২৯৩৯৫৯

২. চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল নম্বর: ০১৩২৪২৯৩৯৬০

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়